যৌতুকের চাওয়ার অভিযোগে স্বামী আবূ সালেহ মূসার বিরুদ্ধে সানাই মাহবুবের মামলা

সংগৃহীত ছবি

বুধবার (৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমানের আদালতে বাদী হয়ে যৌতুক চাওয়ার অভিযোগে স্বামী আবূ সালেহ মূসার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আলোচিত মডেল ও অভিনেত্রী সুপ্রভা মাহবুব বিনতে সানাই মাহবুব।

সানাই মাহবুবের আইনজীবী মিঠুন সাহা জানান, ২২ লাখ টাকা যৌতুক চাওয়ায় সানাই মাহবুব আদালতে এ মামলা করেছেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, যৌতুকের টাকা না দেওয়ায় স্বামী আবূ সালেহ মূসা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে আসামিকে সমন জারি করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২২ সালের ২৭ মে সানাই মাহবুব ও আবূ সালেহ মূসা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের সময় সানাই মাহবুবের পরিবারের পক্ষ থেকে আসবাবপত্র ও ১৫ ভরি স্বর্ণ দেওয়া হয়, যা এখনও আসামির বাসায় রয়েছে। পরবর্তীতে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসার কথা বলে আবূ সালেহ মূসা স্ত্রীর পরিবারের কাছে অর্থ দাবি করেন। সানাই মাহবুব নিজের সঞ্চিত ১২ লাখ এবং বাবার কাছ থেকে ৭ লাখ, মোট ১৯ লাখ টাকা এনে দেন। কিন্তু আবূ সালেহ মূসা ওই টাকা অপচয় করে ফেলে।

এরপর ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে স্ত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে দেহব্যবসায় নামানোর চেষ্টা করেন তিনি। পরবর্তীতে পুনরায় ২২ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন। দাবিকৃত অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানালে সানাই মাহবুব শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। ২০২৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তাকে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং জানানো হয়, দাবি করা টাকা না পেলে সংসার করবেন না এবং অন্যত্র বিয়ে করবেন।

সানাই মাহবুবের পরিবার বিষয়টি পারিবারিকভাবে মীমাংসার চেষ্টা করে। গত ১২ মে আবূ সালেহ মূসা সানাই মাহবুবের আফতাবনগরের বাসায় গিয়ে আবারও ২২ লাখ টাকা দাবি করেন। যৌতুক দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বাসা ছেড়ে চলে যান।

পরবর্তীতে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সানাই মাহবুব ৭ ও ২২ জুলাই স্বামীর কাছে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান। আবূ সালেহ মূসা ৭ জুলাইয়ের নোটিশের জবাবে ১৭ জুলাই 'মিথ্যা, বানোয়াট ও মানহানিকর' মন্তব্য করেন। সর্বশেষ ৩১ জুলাই আফতাবনগরের বাসায় এসে তিনি বলেন, 'তুই যত লিগ্যাল নোটিশ পাঠাস, আমি আর গ্রহণ করব না। দাবিকৃত ২২ লাখ টাকা না দিলে সংসার করব না।'

মামলার অভিযোগে বলা হয়, সানাই মাহবুব যৌতুকবিহীন সংসার করতে একাধিকবার পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আবূ সালেহ মূসা তা মানতে রাজি হননি।